বিশ্বকাপ
আজ বিশ্বকাপে নামছেন রোহিতরা
১০

সংবাদ প্রতিদিন

অবসর
বিদায়ী ম্যাচ নিয়ে আবেগতাড়িত সুনীল
১০

sangbadpratidin.in
epratidin.in
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৪.০০ টাকা
কলকাতা সংস্করণ
বুধবার | ৫ জুন ২০২৪
বৃষ্টি
সর্বনিম্ন ২৯°/৩৭° সর্বাধিক
১০ পাতা

এগিয়ে এনডিএ, মরিয়া চেষ্টা ইন্ডিয়ার

সরকার কার?

তৃতীয়বার সরকার গড়ব, বললেন মোদি

নীতীশ, চন্দ্রবাবু জল্পনায়

নয়াদিল্লি : থামল 'মোদি-ঝড়'। কুপোকাত 'মোদি কি গ্যারান্টি'ও।

নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদি তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন নিশ্চিত করে ফেললেও ২০১৪ এবং ২০১৯-এর মতো এ বার আর সংসদের নিম্নকক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না তাঁর দল বিজেপি। মোদির স্লোগান— 'আব কি বার ৪০০ পার' দূরঅস্ত, ২৫০ ছুঁতেও হিমশিম অবস্থা পদ্ম-শিবিরের। মঙ্গলের রাত পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসাবে এনডিএ ২৯১ আসন নিশ্চিত করতে পেরেছে। সেই সঙ্গে মোদির তথাকথিত জনপ্রিয়তায় বড় ধাক্কা। দলেও তাঁর কর্তৃত্ব খর্ব। রাতে বিজেপি দপ্তরে এসে মোদি জানিয়েছেন, ফের সরকার গড়বেন।

অন্যদিকে, জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে আনতে সফল হল কংগ্রেস। এককভাবে তাদের আসন দ্বিগুণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট ২৩৪টির বেশি আসনে জয় নিশ্চিত করেছে। বিজেপির 'মেরুকরণের' রাজনীতির বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে বাংলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি, তামিলনাড়ুর ডিএমকে যোগ্য সঙ্গত করেছে কংগ্রেসকে। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোটও সরকার গড়তে মরিয়া। আজ দিল্লিতে 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠক। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জোট হিসাবে 'হাং পার্লামেন্ট' নয়, তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ওই পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজনীতিতে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কেন্দ্রে এবার সরকার কার। লোকসভা নির্বাচনের খুব অল্প সময় আগে এনডিএ-তে যোগ দেওয়া নীতীশ কুমার এবং এন চন্দ্রবাবু নায়ডুর উপর 'ফোকাস' সারা ভারতের। তাঁদের সিদ্ধান্ত ভারতের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

এদিন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'এক্স' হ্যান্ডলে লেখেন, 'দেশের জনতা তৃতীবারের জন্য এনডিএ-র উপর আস্থা রেখেছে। ভারতের ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক কীর্তি। আমি জনতা জনার্দনকে এই স্নেহের জন্য প্রণাম জানাই এবং তাদের আশ্বস্ত করি যে আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গত এক দশকে করা ভালো কাজগুলি অব্যাহত রাখব।' এর আগে কলকাতায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি খুশি যে মোদিজি সিঙ্গল লার্জেস্ট পার্টি হননি। উনি ওঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছেন। হারের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে ওঁর পদত্যাগ করা উচিত। কারণ উনি বলেছিলেন ইস বার ৪০০ পার। আমি বলেছিলাম ২০০ পার হবে কি না দেখে রাখুন। আমি বলেছিলাম পগার পার। এখন এই ফলের পর ওঁকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি ও নীতীশের। এঁদের আমি ভালো করে চিনি। এঁরা ইন্ডিয়াকে ভাঙতে পারবেন না। দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটি আর নেই। যা খুশি আইন পাস করাতে পারবে না। মানুষ স্বাধীনতা ফিরে পাক, মিডিয়া তার মতো কাজ করুক।"

সরকার গড়তে ৫৪৩ আসনের লোকসভায় ২৭২ জন সাংসদের সমর্থন চাই। বিজেপি ২০১৪ ও ২০১৯-এ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। তাই সরকার গড়ার জন্য এনডিএ শরিকদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অন্য। তাই মোদিকে নির্ভর করতে হবে এনডিএ-র দুই শরিক, চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ-এর উপর। অতীতে ওই দুই নেতারই একাধিকবার এনডিএ ত্যাগের এবং প্রত্যাবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। দুই দলের ঝুলিতে যথাক্রমে ১২ ও ১৬, মোট ২৮টি আসন আছে। এনডিএ-র ঝুলির ২৯০ আসন থেকে ২৮টি আসন কমে গেলে মোদির পক্ষে তৃতীয়বার সরকার গঠন কঠিন হয়ে পড়বে। মঙ্গলবার রাতেই দিল্লিতে এনডিএ-র বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০ বছরে এনডিএ-র তিনটে বৈঠক হলে, আগামী দশ দিনে দশটি বৈঠক করতে হবে মোদি-শাহদের।

পাঁচের পাতায়

এনডিএ	২৯১
বিজেপি	২৪১
জেডিইউ	১২
টিডিপি	১৬
শিবসেনা	০৭
এলজেপি	০৫
জনসেনা	০২
জেডিএস	০২
আরএলডি	০২
অন্যান্য	০৪

ইন্ডিয়া	২৩৪
কংগ্রেস	৯৯
এসপি	৩৭
তৃণমূল	২৯
ডিএমকে	২২
সেনা-উদ্ধব	০৯
এনসিপি (শরদ)	০৭
আরজেডি	০৪
আপ	০৩
অন্যান্য	২৪

■ মঙ্গলবার বিজেপি দপ্তরে মোদি।

- ■ এনডিএ ও ইন্ডিয়া শিবিরের বাইরে ৭ জন নির্দল-সহ অন্যান্য কয়েকটি দল মোট ১৮টি আসনে জিতেছে।
- ■ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জয়ে ব্যবধান এবার তিনগুণ কমেছে।
- ■ ইন্ডিয়া জোট আজ, বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে যোগ দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ■ ম্যাজিক ফিগার ২৭২ পার করতে না পেরে বিজেপিকে এবার সরকার গড়ার জন্য নির্ভর করতে হবে নীতীশ কুমারের ১২ ও চন্দ্রবাবু ১৬ জন সাংসদের উপরে।
- ■ রাজ্যে তৃণমূল ৪৫.৭৬%, বিজেপি ৩৮.৭৩%, বাম-কং ১১%, দেশে বিজেপি ৩৬.৬০% ও কংগ্রেস ২১.২৪% ভোট পেয়েছে।

মমতা-অভিষেকের ঝড়, বিরোধীদের বিসর্জন

'এবার ইস্তফা দেওয়া উচিত মোদি-শাহর'

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় সব এগজিট পোল যখন তৃণমূলকে বিজেপির পিছনে ফেলে দিয়েছিল, তখন বিশাল জয়ে উচ্ছ্বসিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'-এর ট্রফি তুলে দিলেন মানুষের হাতেই। যে সন্দেশখালি নিয়ে এত বিতর্ক, সেই বসিরহাট কেন্দ্রেও বিশাল ব্যবধানে জয়ে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল নেত্রী বললেন, "সার্থক জনম আমার। আমরা কেউ নই। সব কৃতিত্ব মানুষের। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব তাদের প্রতি।" বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে রাজ্যে ২৯টি আসন জিতেছে তৃণমূল। বিজেপি গতবারের চেয়ে ৬টি কম, ১২টিতে থেমেছে। কংগ্রেস পেয়েছে ১টি আসন। বামেরা এবারও শূন্য।

মঙ্গলবার একই সঙ্গে তিনি আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। ৫৪৩ আসনের মধ্যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ভোটে যিনি জিতেছেন, সেই ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে মমতার তোপ, "আপনি বলেছিলেন অব কি বার চারশো পার। বিজেপি ২৭২-এর অনেক নিচে নেমে গিয়েছে। আপনি হেরে গিয়েছেন। নৈতিক দায় নিয়ে পদত্যাগ করুন।

পাঁচের পাতায়

■ জয়ের উচ্ছ্বাস। মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের দপ্তরে। —পিন্টু প্রধান

তৃণমূল জয়ী ২৯ আসনে ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ কলকাতা, কোচবিহার, জঙ্গিপুর, বীরভূম, বোলপুর, মুর্শিদাবাদ, আসানসোল, বর্ধমান পশ্চিম, বর্ধমান পূর্ব, শ্রীরামপুর, হুগলি, আরামবাগ, কৃষ্ণনগর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, জয়নগর, মথুরাপুর, যাদবপুর, উত্তর কলকাতা, ঘাটাল, দমদম, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট ও বহরমপুর।

বিজেপি জয়ী ১২ আসনে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, মালদহ উত্তর, বালুরঘাট, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, তমলুক, কাঁথি, রানাঘাট, বনগাঁ।

কংগ্রেস জয়ী ১ আসনে মালদহ দক্ষিণ।

চাকরি দুর্নীতি, সন্দেশখালি ফিকে তৃণমূলের প্রচারেই জনতার সাড়া

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরি দুর্নীতি, সন্দেশখালি, বিরোধীদের কোনও প্রচারই মানুষ গ্রহণ করল না। মান্যতা পেল রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার বঞ্চনার অভিযোগ। ভোটারদের মন জিতল তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকবন্ধু-সহ একাধিক সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল।

বস্তুত, লোকসভা ভোট জয়ের অন্যতম কারিগর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্প। রাজ্যের প্রায় দুই কোটি ১৩ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান। নির্বাচনের আগেই রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকার অংক বৃদ্ধি করেছে। এতদিন যাঁরা ৫০০ পেতেন, তাঁরা এপ্রিল থেকে পেতে শুরু করেছেন ১০০০ টাকা। আর যাঁরা ১০০০ টাকা পেতেন তাঁরা পেতে শুরু করেছেন ১২০০ টাকা। গত বিধানসভা ভোটেও তুরুপের তাস হয়েছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বাড়ির মা-বোনেদের প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে হাতখরচ দিয়ে রাজ্যের মহিলা ভোটারদের হৃদয়ে

পাঁচের পাতায়

■ তৃণমূলকর্মীদের বিজয়োৎসব। মঙ্গলবার। —সায়ন্তন ঘোষ

সাত লক্ষের ব্যবধান, রেকর্ড জয় অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার : ডায়মন্ডহারবারে ডবল ম্যাজিক। একদিকে হ্যাটট্রিক। সঙ্গে বিপুল ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড। ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটের ব্যবধান। যার জেরে দলেও রেকর্ড গড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত মোট ভোট ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৩০।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে এই কেন্দ্রে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি। মঙ্গলবার ফল বেরোলে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ভোট পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০০। কংগ্রেস-সিপিএম জোট প্রার্থী প্রতীক-উর-রহমানের প্রাপ্ত ভোট ৮৬ হাজার ৯৫৩। আইএসএফ পেয়েছে ২১ হাজার ১৩৯ ভোট। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ফলাফলের নিরিখে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট অনেকটা কমেছে। ২০১৯-এ বিজেপি পেয়েছিল ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৩৩ ভোট। সে সময় অভিষেকের জয়ের ব্যবধান ছিল ৩ লক্ষ ২০ হাজার ভোট। এবার তিনি জয়ের ব্যবধানের টার্গেট দিয়েছিলেন ৪ লক্ষ। কিন্তু সেই টার্গেট দ্বিগুণেরও বেশি ছাপিয়ে গেলেন অভিষেক। আবারও নজর কাড়ল ডায়মন্ডহারবার মডেল।

পাঁচের পাতায়

■ শংসাপত্র নিচ্ছেন অভিষেক।

মন্দিরের প্রভাব নেই, অযোধ্যায় হার পদ্মের

বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

রামলালা সহায় না হওয়ায় সরযূ নদীর দু'পাড়ের গেরুয়া রং সাড়ে পাঁচ মাসেই ফিকে হল। রামমন্দিরের অন্দরে রামলালার হাসিমুখের মূর্তি বসলেও গেরুয়া নেতাদের মুখের হাসি উবে গেল। হারাতে হল রামরাজ্য অযোধ্যা। ফৈজাবাদ আসনে পরাজিত হলেন পদ্ম প্রার্থী লাল্লু সিং। প্রায় ৫৫ হাজার ভোটে জয়ী হলেন সমাজবাদী পার্টির অধেশ প্রসাদ। শুধু রামরাজ্য নয়, গোটা যোগী রাজ্যেই ধরাশায়ী হলেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহরা। স্মৃতি ইরানি-সহ রাজ্যের সাত জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রাক্তন হলেন। রাহুল-অখিলেশ ঝড়ে উড়ে গেল বিজেপি ও বহেনজি। ৮০ আসনের উত্তরপ্রদেশে 'ইন্ডিয়া'র ঝুলিতে এল ৪২ আসন। সেখানে বিজেপি ৩৭ রাষ্ট্রীয় লোকদলকে ১টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। শূন্য হলেন বহেনজি।

কবি লিখেছিলেন, 'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে, দেব নাহি! নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্ন সিংহাসন -পরে দীপিতেছে রতন বিগ্রহ—
শূন্য তাহা? শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ— সাধু কহে।

কবির কথাই আজ আরও একবার উচ্চারিত হচ্ছে রামরাজ্যে। রামলালাকে নয়, রাজদম্ভ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অযোধ্যায়। তার হাতেগরম ফল পেলেন মোদি-শাহরা।

পাঁচের পাতায়

পরাজিত অধীর, সেলিমও

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : মতাদর্শের ফারাক গুলিয়ে দিয়ে স্রেফ ভোট বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে হাতে হাতে মিলিয়েছিলেন দু'জন। দলের অন্দরে বিরোধিতায় কান দেননি। 'অনৈতিক' সেই জোট নিয়ে রাজনৈতিক মহলের কানাকানিও তাদের দমাতে পারেনি। অতঃপর জোট গড়ে ভোটে জয়ের সেই স্বপ্ন চুরমার। মুর্শিদাবাদেই মুখ থুবড়ে পড়লেন তথাকথিত সেই দুই 'সুজন'। বিদায়ী লোকসভায় বিরোধী দলনেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির ষষ্ঠবার আর সাংসদ হওয়া হল না। ঘরের মাঠ বহরমপুরেই এবার 'অধীর মিথ' ভেঙে খানখান।

পাঁচের পাতায়